লীনার বন্ধু ও শুভাকাঙ্খিদের উদ্দেশ্যে

মাস দুই আগে তৃতীয়বারের মত লীনার শরীরে ক্যান্সার ফিরে এসেছে। লীনার শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ে ২০০৯ সালে। প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ায় তার ডান স্তন অপারেশন করা হয়। ক্যামোথেরাপী চলে অনেক দিন। প্রায় সুস্থ হয়ে যখন স্বাভাবিক কাজ কর্মে ফিরেছিল লীনা, ঠিক তখনই আবার ডান পায়ে ক্যান্সার ধরা পড়ে, নিতে হয় রেডিওথেরাপি। এরপর লিনা ইন্ডিয়া গিয়েছিল চেক-আপের জন্য। ওর রিপোর্টগুলো সব স্বাভাবিক ছিল তখন। কিন্তু এইতো মাস দুয়েক হলো হঠাৎ শরীর খুব খারাপ করল। টেস্টে ধরা পড়ল ক্যান্সার ফিরে এসেছে। লীনার দীর্ঘ দিনের সহকর্মী, বন্ধু সাংবাদিকরা পাশে দাঁড়ালেন। তাৎক্ষণিকভাবে যেটুকু যোগাড় করা গেল তাই নিয়ে লীনা ভারতে গেল। ভারতের অ্যাপোলো ক্যান্সার হাসপাতালে টানা ত্রিশ দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা নিয়ে সম্প্রতি দেশে এসেছে লীনা। তবে চিকিৎসা শেষ করতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগবে, নিতে হবে মোট ৯টি হারসেপিটন ও আরও অন্যান্য ক্যামো। **একটি হারসেপটিন ক্যামো দিতে খরচ হবে ১ লাখ ৭৯ হাজার টাকা। পুরো চিকিৎসার খরচটি এবারও বেশ ব্যয়বহুল।** যা ওর পরিবার ও বন্ধুদের পক্ষে যোগাড় করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। প্রয়োজন সকলের একটু সহযোগিতা।

এ অবস্থায় গত ২৫ আগস্ট ২০১১ আমরা লীনার বেশ ক'জন বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী মধু'র কেন্টিনে মিলিত হয়েছিলাম। সেখানে বেশ কিছু বিষয় আলোচনা হয়েছে। তা থেকে লীনার সকল বন্ধু ও শুভাকাঙ্খিদের প্রতি আহ্বান :

১. অবিলম্বে নিজ উদ্যোগে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ঈদের খরচের একটা অংশ সংগ্রহ করুন।
২. আপনার নিজ কর্মস্থল বা প্রতিষ্ঠানে চাঁদা সংগ্রহ করুন। (চাঁদা তোলার রশিদ রয়েছে। প্রয়োজনে সরবরাহ করা যাবে)
৩. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, টাকা সংগ্রহ হতে দেরী হয়, প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বেশী পরিমান অর্থ হয়ত অনুদান দিতে পারবেন না, কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে ভালো পরিমান টাকা ধার দেওয়া সম্ভব। আপনারা ধার দিয়ে সহায়তা করুন, সংগৃহীত টাকা থেকে পরে এই টাকা ফেরত দেওয়া হবে।
৪. আপনার জানামতে ব্যাংক, করপোরেট হাউস, ব্যবসায়ী সমিতি, এলামনাই এসোসিয়েশন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, দানবীর ব্যক্তি ক্ষেত্র থেকে অনুদান পাওয়ার সুযোগ থাকলে এবং এক্ষেত্রে আপনার মাধ্যমে বা আপনার কোন সূত্রে যোগাযোগ করা গেলে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিন। প্রয়োজনে আমাদের কোন সহায়তা লাগলে জানান।
৫. আমরা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কনসার্ট, চিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিতে চাই। এতে কিছু টাকা সংগ্রহের সাথে সাথে গণমাধ্যমে প্রচার বাড়বে, আমাদের সহযোগীতার দাবীকে জোরাল করবে। এসব কাজ যারা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি ও সংগঠনকে এ ধরণের উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানানো হবে। ইতিমধ্যে উপস্থিত কয়েকজন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমাদের অনেক বন্ধু রয়েছেন যারা এ ধরণের কাজে সাহায্য করতে পারেন অথবা সূত্র হিসাবে কাজ করতে পারেন। এজন্য সহযোগিতা করুন।
৬. লীনা সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেছে। আমাদের বেশ কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু অর্থ সংগ্রহে ইতিমধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, এখনও তার চিকিৎসার্থে প্রচার তেমন পাওয়া যায় নি। সাংবাদিকদের মধ্যকার একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ এ প্রচার কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব নিতে হবে। গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য সাংবাদিক বন্ধুদের আমরা এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
৭. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাছে অনুদান চাইতে হলে স্বনামধন্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরিচিতি সহায়ক হয়। এজন্য সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, অধ্যাপক আকমল হোসেন বা এমন সর্বজন গ্রহণযোগ্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি ঘোষণা করা যেতে পারে। এমন অনেক ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন যেমনঃ শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, যারা স্বেচ্ছায় তাদের পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। সকল বন্ধু ও শুভাকাঙ্খিদের প্রতি আহ্বান, এমন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। এছাড়া মুন্নী সাহা, শাহনাজ মুন্নী, ফারজানা রূপা ও শাকিল আহমেদের মত সাংবাদিক বন্ধুরাও রয়েছেন যাদের পরিচিতি এক্ষেত্রে দরকার হবে।

৮. আমাদের শিক্ষক বন্ধু ও শুভাকাঙ্খিদের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে শ্রেণীকক্ষে ঘোষণা দিয়ে গণঅর্থ সাহায্য আহ্বান যায়। এছাড়া বিভিন্ন মার্কেটে বুথ দেয়া, বই মেলায় সংগ্রহ ইত্যাদি পরামর্শও এসেছে।

৯. পুরো কাজগুলোকে সমন্বয় করার জন্য মারুফ রেজা বায়রন, এহতেশাম উদ্দিন, ফয়সাল আহমেদ, সফিউর রহমান লিটু, বাকীউল আলম, রাকিব হাসান, ফারজানা রূপা, বহ্নি বেপারীকে নিয়ে আপাততঃ একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। অন্যরা সকলে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবেন এমন বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপটি আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এজন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।

১০. প্রপদ ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে লীনার জন্য প্রচার চালাচ্ছে। তারা এই প্রচার ও ইন্টানেট যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

১১. প্রত্যেক বন্ধু ও শুভাকাঙ্খিকে আহ্বান জানানো, যে কোন তথ্য জানাতে ও জানতে যোগাযোগ করুন: facebook.com/wer4lina, propod_ppd@yahoo.com, facebook.com/propod.ppd। সেল: মারুফ রেজা বায়রন: ০১৭১২১৪২৯৯৫ এহতেশাম উদ্দিন: ০১৭৩৬১০৪১৮৪।

১২. যোগাযোগের জন্য আপনাদের ফেসবুক, ই-মেইল ঠিকানা সত্ত্বর পাঠান। আপনার পরামর্শ এবং আপনি কি কি সহযোগীতা দিতে পারবেন তা জানিয়ে নেটে লিখুন অথবা ফোনে জানান।

১৩. লীনাকে টাকা পাঠাবার হিসাব নম্বর:

নাহিদ জাহান
হিসাব নং- ১৮-৩১১০৪৪-০১
স্টার্ন্ডাড চার্টার্ড ব্যাংক।

১৪. লীনা সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের লিংক:

১৫. সংযুক্তি: একটি ফোল্ডারে লীনা সম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদগুলো সংযুক্তি হিসাবে দেয়া হলো। প্রয়োজনে প্রিন্ট করে ব্যবহার করতে পারেন।

উল্লেখ্য, এক সময় লীনা প্রপদ, নারী প্রগতি, অন্বেষণ অধ্যয়নচক্র এবং তেলগ্যাস রক্ষা আন্দোলনে সক্রিয় সংগঠক হিসাবে কাজ করেছে। প্রথম বেসরকারী টেরিস্টেরিয়াল চ্যানেল 'একুশে টিভি'-র প্রথম দলের সংবাদ কর্মীদের একজন লীনা। এরপর এটিএন বাংলা, সিএসবি হয়ে বর্তমানে এনটিভি-তে কাজ করেছে। লীনা-র একমাত্র মেয়ে আনার বয়স ৫ বছর।

লিনার জন্য আমরা

লিখেছেন: মুন্নী সাহা, শাহনাজ মুন্নী, ফারজানা রূপা, নাদিরা কিরণ, তামান্না মজুমদার, সুলতানা রহমান, শামীমা বিনতে রহমান, মেহেরুন রুনি, ইবতেশাম মৌ, জাহানারা পারভীন, মোহসীনা লাইজু।

ওর নাম নাহিদ জাহান। ডাকনাম লিনা। আমাদের বন্ধু। আমাদের প্রিয় সহকর্মী। হাসিখুশি, চঞ্চল, উচ্ছল ও বন্ধুবৎসল লিনা হঠাৎ করেই ২০০৯ সালের অক্টোবরে আক্রান্ত হলো স্তন ক্যানসারে। ওর এত বড় অসুখের খবর পেয়ে ওকে দেখতে যাওয়ার আগে আমরা অস্থির হয়ে ভাবছিলাম, কেমন করে ওর চোখের পানি মোছাব, এই দুঃসময়ে কী বলেই বা ওকে সান্ত্বনা দেব। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, লিনাই উল্টো আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে, প্রচণ্ড সাহস, ধৈর্য আর শক্তি নিয়ে হাসিমুখে ক্যানসারের মুখোমুখি হলো। ভাবখানা এমন যে, 'দেখো, ক্যানসার নিয়ে তোমরা এত লেখালেখি করেও এই ঘাতক রোগকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে পারো না, আর আমি!' ওকে আমরা অবাক হয়ে দেখি। কী সাহস...কী মনোবল...। ক্যানসার ধরা পড়ার কিছুদিন পরেই অপারেশন হলো লিনার। কেটে ফেলতে হলো বুকের একটি পাশ। চলল দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক কেমোথেরাপি। লিনার মুখের উজ্জ্বল হাসিটি তবু ম্লান হলো না। কেমোর ফলে ওর মাথার চুল পড়ে গেল। লিনা হাসিমুখে পরচুলা মাথায় পরে অফিসে হাজির।
আমাদের বলল, 'ক্যানসার হয়েছে তো কী? আমি অন্য সব সারভাইভারকে খুঁজে বের করছি। সবার জন্য অনেক কাজ করতে হবে।' আমরা হতবাক হই। বন্ধুর হাতে হাত রাখি। বলি, আমরা সবাই তোমার লড়াইয়ের সাথি হব। লিনা শুধু মুখে মুখে নয়, কাজেও ক্যানসারে আক্রান্তদের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করল। স্তন ক্যানসারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সংসদ ভবনের সামনে শোভাযাত্রা হবে। লিনা তার অসুস্থ শরীর নিয়েও সেখানে উপস্থিত। নতুন কেউ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে, তাকে কোথায় যেতে হবে, কী চিকিৎসা নিতে হবে—সব পরামর্শ দিতে লিনা হাজির। যেন লিনা হার মানতে জানে না। ক্যানসার যেন সত্যিই পরাজিত হবে লিনার কাছে।
নাহিদ জাহান লিনা গবেষক হিসেবে একুশে টেলিভিশনে কাজ করেছে, নিউজ রুম সমন্বয়ক হিসেবে এটিএন বাংলায় এবং অ্যাসাইনমেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করেছে বন্ধ হয়ে যাওয়া টিভি চ্যানেল সিএসবিতে। এখন কাজ করছে এনটিভিতে। ছাত্রজীবনে বামপন্থী রাজনীতি করেছে লিনা, যুক্ত থেকেছে সব প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে।
সেই লিনা ক্যানসারের প্রথম ধাক্কাটা ভালোই সামলে নিয়েছিল। দ্বিতীয়বার ২০১০ সালে ওর পায়ের হাড়ে আবার ফিরে এসেছিল ক্যানসা। সেই ক্যানসার সারাতে আবার ইনজেকশন, আবার রেডিওথেরাপি। তার পরও লিনা হতাশ হয়নি, চিকিৎসা শেষে আবার ফিরে এসেছিল হাট- বাজার- অফিস, আড্ডা আর পলাশ- আনাকে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে। বুকের ব্যথা, পায়ের টনটনানি, তীব্র মানসিক চাপ—সব নিয়েই লিনা ছুটছিল তার সাড়ে চার বছর বয়সী মেয়ে আনাকে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য। লিনার জীবনটা যে এখন আনাকে ঘিরেই। ছোট্ট আনা জানে না, মায়ের বুকের ডান পাশটা কেটে ফেলা হয়েছে। চিকিৎসকের কড়া নিষেধ, ভারী কিছু তোলা যাবে না, আনাকে কোলে নেওয়াও বারণ। আমাদের মনে পড়ে, স্তন ক্যানসারের সঙ্গে কঠিন যুদ্ধের দিনগুলোর কথা বলে যে লিনা একবারও কাঁদেনি, সেই লিনার চোখে ততবার পানি আসে যতবার ও বলে, 'আনাকে একটু কোলে নিতে পারি না। মেয়েটা ছটফট করে।'
এভাবেই চলছে লিনার জীবন। অফিস ও সংসার সামলানোর পাশাপাশি সঙ্গী ক্যানসারের সঙ্গে মানিয়ে চলার অপরিসীম চেষ্টা। কিন্তু ক্যানসারের মতো সর্বগ্রাসী রোগকে পরাজিত করা তো সহজ কাজ নয়। নইলে দুদিন আগে করা ল্যাব টেস্টের রেজাল্টে কেন থাকবে ক্যানসারের আবার পূর্ণোদ্যমে ফিরে আসার খবর, কেন চিকিৎসকেরা আবার জানাবেন, নতুন করে কেমো নিতে হবে, নতুন করে শুরু করতে হবে চিকিৎসা।
যাঁরা এই লেখা পড়ছেন, প্রিয় পাঠকেরা, তাঁদের বলছি, আমরা যারা সাংবাদিক, প্রতিদিন যারা পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের সুখ- দুঃখের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করি, তারাই যেন হঠাৎ অসহায় হয়ে পড়ি দীর্ঘদিনের সহকর্মী লিনার ক্যানসারের কাছে। এত দিন কত অচেনা মানুষের খবর দিয়েছি, কত দূরের মানুষের সমস্যার কথা জানিয়েছি। এবার নিজেদের এত কাছের, এত চেনা মানুষটির খবর হয়ে যাওয়াটা বুঝতেই অনেক সময় লেগে গেল। মাঝখানে চলে গেল দুই বছর।
লিনার এত দিনের লড়াইয়ের সঙ্গী ছিলাম আমরা। আমরা নিজেরাই নিজেদের সামর্থ্যে, নিজেদের পরিচিত বলয়ে বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে লিনার সঙ্গে ছিলাম। এবার ক্যানসারের আক্রমণ প্রতিহত করতে আমরা হাত বাড়াচ্ছি আপনাদের দিকে। এই দফায় ওর চিকিৎসার জন্য যে টাকা দরকার, তা বন্ধু- সহকর্মীদের বেতনের টাকায় পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রিয় পাঠক, আমরা চাই, লিনার জন্য আমাদের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা আপনিও ধরুন। আমরা চাই, লিনা বাঁচুক। আনাকে কোলে নিতে না পারলেও অন্তত ওর হাত ধরে হাঁটতে পারুক লিনা।

লেখকেরা সবাই সাংবাদিক।

লেখাটি দৈনিক প্রথম আলো- র ১৩ জুলাই সংখ্যায় নারীমঞ্চতে প্রকাশিত হয়।